মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে]

মেঘনাদবধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস

★ স্টাডি ★
1842
কলিকাতা—৩৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫২ ; চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৮ ;
পঞ্চম মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৭১

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
১১—১০।৪।৬৫

ভূমিকা

[সম্পাদকীয়]

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি। তাঁহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যন্ত না পৌঁছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন।

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না; মধুসূদনের চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এই।—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল ৬ নং লোয়ার চীৎপুর রোড হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

> The subject you propose for a national epic [সিংহলবিজয়] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *viraras* (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist....
>
> I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১১-১৩, ৩১৬।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুসূদন যে পরীক্ষার ছলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে।

ঐ বৎসরের ১৫ই মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের একটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই—

> I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১৮।

১৪ই জুলাই মধুসূদন লিখিয়াছেন—

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on to legs; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent!...

...let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity!—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩২৪-২৫।

পরবর্ত্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কিত অংশগুলি সংকলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্টের পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

I am so happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will *enchant* you! The name is "বরুণানী," but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩৩১।

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগস্টের। মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে 'মেঘনাদবধ' রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর

...But I must first finish my *Meghanad*. That will take me some months.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৬৮।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি

The first five books of Maghanad are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৭১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই তারিখের পূর্ব্বেই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২২এ পৌষ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র হইতে এই তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই; আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে ৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

মেঘনাদবধ কাব্য। / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / "—কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ, / মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" / রঘুবংশঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দিগম্বর মিত্র (রাজা) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া মধুসূদন তাঁহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল—

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তথাও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বাজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কালকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। } দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

বৎসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাই :

> Meghanad is going through a second edition with notes. and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months. —পৃ. ৫২৮।

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে "ক্যাণ্ডিয়া" জাহাজযোগে মধুসূদন ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("a *real* B. A.") সম্পাদিত সটীক 'মেঘনাদবধ কাব্য' দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে "মঙ্গলাচরণে"র তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া "২৫ সে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল" করা হয়। হেমচন্দ্রের "মুখবন্ধে"র তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল—১ম খণ্ড, ৸/০ + ১৫১; ২য় খণ্ড ১২৮। "বঙ্গভূমির প্রতি" ("রেখো, মা, দাসেরে মনে") কবিতাটি প্রথম খণ্ডে "মুখবন্ধে"র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই "মুখবন্ধ" পরবর্ত্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভূমিকা" নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্ত্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্ত্তমান সংস্করণে এই "ভূমিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। "মুখবন্ধে" হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> পুত্র মুখাবলোকন করিলে নবপ্রসূতা স্ত্রীর যেরূপ সুখোদোধ হয়, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থকর্ত্তারও তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হইয়া থাকে; আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যনিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থমালা সন্দর্শনে গ্রন্থকর্ত্তাও যার পর নাই সুখী হন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতার অপ্রমেয় সন্তুষ্টি অনুভব করিতে না পারেন? অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অত্যাধমকপ্লাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে, এ কথা কার মনে ছিল? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, সেই অসম্ভাবিত ফল আজি মাইকেল মধুসূদনের ভাগ্যে ফলিয়াছে। বৎসরেক মাত্র হইল এই গ্রন্থ প্রথম বার

মুদ্রিত হয়, কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল—কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; এমন কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই।

মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি। তাঁহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট ১৮৬৭); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৬ই মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত "ভূমিকা" চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে।* ষষ্ঠ সংস্করণে সম্পূর্ণ কাব্যখানি দুই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন এই গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণ" বা উৎসর্গপত্রটি বর্জ্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগম্বর মিত্রের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি—

...You know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad.

---

* 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ১৭৮) নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তৃতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন।" ইহা যে ঠিক নহে, তাহা এই ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝা যায়।

If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and 1 am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true herioc style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret. —১৪ই জুলাই, ১৮৬০—পৃ. ৩২৩।

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend te send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the follow opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে।
মায়াময় মায়ামুগ্ধ-বিজিত জগতে।

You will at once see whom I imitate :

"Who of the gods impelled them to contend ?
Latona's son and Jove's..."—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt ?
The infernal serpent."—Book I.—পৃ. ৩৭৭-৭৮ ।

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to here from you, and yet I should be sorry to hasten you You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes" ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reférence to the "incestuous love of Radha."...

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu ! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust are, by this time, great admirers of Blank Verse ! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :—"I read your book with feelings of admiration and have

no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.—পৃ. ৩২৯-৩১।

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe....

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up in it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singular fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. —পৃ. ৪৭৮-৭৭।

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets: Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.—পৃ. ৪৭৯-৮০।

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.—পৃ. ৪৮০-৮১ ।

The second and last part Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose, ...I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent." My printer Babu I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I. Book.

Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank Verse. A great victory that, old boy....

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better ; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.—পৃ. ৪৮১-৮৩ ।

Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age, O ! that you were with me, my dear fellow ! Wouldn't we sit together and read ? Wouldn't we ? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you.—পৃ. ৪৮৪-৮৫ ।

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III. which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplementary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these ; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence ? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings ; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

"I am reading a new poem, Sir !" "A poem !" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "sir, I am afraid you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him

"* * * বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে-রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived ? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."—পৃ. ৪৮৬-৮৮।

We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English)...

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what ;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet ! But *De qustibus non est disputandum.*
—পৃ. ৪৮৮-৮৯ ।

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me ; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue....

...Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা. Read—

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

"আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন কোন ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা ।"

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespear. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing" ?

* * * *

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful.—পৃ. ৪৯০-৯২ ।

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again....

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.—পৃ. ৪৯৩-৯৪ ।

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severly criticized ; some don't like your remarks on the description of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language,"—পৃ. ৫২৫ ।

...Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name শিব written সিব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be remainded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as through a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart. I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem ! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and

soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you judge for yourself.—পৃ. ৪৭২-৭৩।

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্ত্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটারে) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়; অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায় আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্ব্বে অভিনীত হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে—১৮৭৭ সনের জুলাই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ্ লইয়া, উহার ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করিয়া স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে অভিনয় শুরু করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক—মেঘনাদ বধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। মহাকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। ১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে এই নাট্যরূপ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে (পৃ. ৬৮) প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র-কৃত মেঘনাদবধের এই নাট্যরূপ, প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রধানতঃ ইংরেজী গদ্যে অনূদিত ও কর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া শ্যামপুকুরনিবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৫। পুস্তকে প্রকাশকাল না থাকিলেও উহা যে ১৮৭৯, ১৫ই আগস্ট, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। অনুবাদটি মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—খ্যাতনামা ইংরেজীনবীস রেঃ লালবিহারী দে। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

The Meghnad Badha or the Death of the Prince of Lanka. A Tragedy in Five Acts, As performed at the National Theatre Beadon Street. *Revised and Corrected by the Rev. Lal Behary Day.*

এই অনুবাদের শেষ সীমা মেঘনাদের পতন,—প্রমীলার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত নহে : "লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে !"

> "Lanka ! thou proudest lotus in th' main,
> Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again !"

মধুসূদনের সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইংরেজী blank verse-এ আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় আরও কুড়ি বৎসর পরে—১৮৯৯ সনে ; পুস্তকের Preface-এ অনুবাদক সংক্ষেপে স্বীয় নাম "U. S." ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩+৬+১৯২+৭। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

The Fall of Megnadh. Being a Metrical Translation of the Famous Bengali Poem "Megnadhbadh Kavya" of Michael Madhusudan Dutta. Calcutta. Printed by W. Newman & Co. 1899.

এই আক্ষরিক পদ্যানুবাদ আদৃত হইয়াছিল ; ১৯০৭ সনে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে অনুবাদকের পুরা নাম—Umesh Chandra Sen of the Provincial Judicial Service মুদ্রিত হইয়াছে।

★ স্টাডি ★
1842
কলিকাতা—৩৮

ভূমিকা

(লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।)

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, সুমধুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদসংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ; কারণ, গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়;—ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে

পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এদেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি!

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি;—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের বজ্রপুরি দর্শন,

পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে। কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই; তরঙ্গতর্জ্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ-তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দ-প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি

নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনায় কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ, শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা; যথা "স্তুতিলা" "শাস্তিলা" "ধ্বনিলা" "মর্ম্মরিছে" "বন্দিয়া" "সুবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে।——"

"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;——"

"হেন কালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।——"

"রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——"

"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;——"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত; কিন্তু এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

"গাঁথিব নূতন মালা——
রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্ত যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।—সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা।—

——"হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।"—১
"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২
"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩
"শুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে।"—৪
"এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে;"—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্বিতণ্ডার আড়ম্বর কেন বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন; কারণ, বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙ্গিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং

কখন বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা—২
নারী-দেশে ; দেবদত্ত শংখনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—৪
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টংকারি ;—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে !—ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !—৯
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব ; ঊর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝণ ঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,—১২
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে !—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে !—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইব যে—১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি" "উতরিলা" "নারীদেশে" এবং "রুষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে" "শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশস্ত প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম

গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিলেই হয়।*

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইঁহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তথাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্স-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভপূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; জগদীশ্বর করুন, ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন।

ভবানীপুর।
১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল। }
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত লিপি দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি ।

২। বীরবাহু—রাবণের পুত্র। তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন।

৫—৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি—রাক্ষসবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—ঊর্ম্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসা-স্বরূপ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি যৌবনাবস্থায় অতি দুরাচার এবং দুর্বৃত্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করাতে তিনি অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্নান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন ব্যাধ তাঁহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে

কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।

বাণাঘাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

সেই শুভক্ষণ অবধি ভূভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ স্থলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের নিধনাবসরে বাল্মীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সানুকম্পা হন। এই কাব্যখানির অনেক স্থল বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কবি বাল্মীকীর ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রৌঞ্চবধূ সহ—অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধূ সহবাসী।

২—৪। নরাধম আছিল ইত্যাদি—যে নরাধম যৌবনকালে দস্যুবৃত্তিরত ছিল (অর্থাৎ বাল্মীকি), সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।

৪। মৃত্যুঞ্জয়—অমর। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—মহেশ্বর।

৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বাল্মীকির পূর্ব্বনাম। রত্নাকর—সাগর।

৮। হায়, মা, ইত্যাদি—আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকির ন্যায় তোমার প্রসাদ লাভ করি ?

১১। উর—আবির্ভূত হও।

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।।
। কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে ।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা ।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে । ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে । ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে !
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা । ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা

১—২ । মধুকরী কল্পনা—রূপক অলঙ্কার । কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী ।
১৩ । ফণীন্দ্র—বাসুকি । ১৫ । ঝলি—ঝল ঝল করিয়া । ১৮ । ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ
১৯ । রতনসম্ভবা বিভা—রত্ন-সমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয় ।

শূলপাণি। মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,

১। শূলপাণি—যাহার হস্তে শূল।

৩। কাকলী—সুমিষ্ট স্বরসমূহের একত্রীভূত মৃদুধ্বনি।

৪। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল বিপিনে বাঁশরীস্বর যেরূপ মনোহর, বায়ু দ্বারা আনীত কাকলীলহরী তদ্রূপ মনোহর।

১০। তিতিয়া—ভিজিয়া।

রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান ঐ কাল সমরে !
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে

শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
   এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে ।।
   তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে । বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত ।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন ।"
   উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত ।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ

১। দেউটী—প্রদীপ। ৭। অন্ধরাজ—ধৃতরাষ্ট্র।
৯। যে দিবস জয়দ্রথ বধ হয়—দ্রোণপর্ব্ব।
১০। সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজ্ঞজন।
১৬। অভ্রভেদী—আকাশভেদী। ২২। অমাত্যপ্রধান—মন্ত্রিকুলশ্রেষ্ঠ।

অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"।
।এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি

১। বৃন্ত—ফুলের বোঁটা। ৪। কুবলয়—পদ্ম।

১—৪। হৃদয়-বৃন্তে ইত্যাদি—মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া লইলে যেরূপ মৃণাল জলে মগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়স্বরূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্রস্বরূপ কুসুমকে ছিঁড়িয়া লইলে হৃদয় শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। ১২। মদকল—মদমত্ত।

১৮। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। পবনপথ—আকাশ। ২২। পশিলা—প্রবেশ করিল।

গগনে; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্!। কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"——এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—

২। কলম্ব—তীর। ১৪—১৫। সন্দেশবহ—দূত। ২০। হর্য্যক্ষ—সিংহ
২৫। ভাতিল—দীপ্তিমান্ হইল। ২৬। চর্ম্ম—ঢাল।
২৭। কম্বু—শঙ্খ। অম্বুরাশি—সমুদ্র।

আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী ।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা ।”
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে । লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; “সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী । চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;

৮। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা— পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ নাহি ।
আমি সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে ।
পলায়ন করি নাই, সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই ।

২০—২১। দিনমণি অংশুমালী—উভয় শব্দের অর্থ সূর্য্য। কিন্তু এ স্থলে পুনরুক্তি নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ ; অর্থ, অংশু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ ।

২১—২২। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—কাঞ্চন-নির্ম্মিত-সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার কিরীটস্বরূপ হইয়াছে ।

কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,

২১। কঞ্চুক—সর্পচর্ম্ম। ২৩। অবলেপে—গর্ব্বে।

মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,

৬। ভীমাসমা—চণ্ডীর সদৃশী।

২৩—২৬। যেরূপ শীষযুক্ত সুবর্ণ-চূড়া-মণ্ডিত শস্য কৃষকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি।

চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
 মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?"
 এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

২—৪। হিড়িম্বা রাক্ষসী—ভীমসেনের প্রণয়িনী। স্নেহনীড়—জননীর ক্রোড়দেশ শিশুপক্ষে নীড় অর্থাৎ বাসাস্বরূপ। গরুড়—গরুড়-সদৃশ বলবান্। ঘটোৎকচ—ভীমসেনের হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনুঃ। একাঘ্নী—মহা-অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র কর্ণ পার্থকে মারিবার হেতু যত্নে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত করেন। ১২। এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রস্বরূপ এ পুত্রশোকাঘাতে।

২৩। মকর—জলজন্তু বিশেষ।

দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
  অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।

২। ফণিবর—বাসুকি। ৭। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ।
১০। প্রচেতঃ—হে বরুণ। ১৫। প্রভঞ্জন—পবন।
১৬। নিগড়—শৃঙ্খল। ১৮। শৃঙ্খলিয়া—শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া।
২০। বীতংস—মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ—ফাঁসি।

রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
   এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র মিত্র, সদাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।

১০। কিঙ্কিণীর বোল—অলঙ্কারসমূহের শব্দ।

১২। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের একজন মহিষী, বীরবাহুর জননী।

১৩। কবরী—কেশপাশ, চুল। ১৪। হিমানী—হিমসমূহ। ১৭। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র।

২১। সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ। সুরসুন্দরীর রূপে—বিদ্যুতের ন্যায়।

২৪। আসার—বৃষ্টিধারা। জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি।

ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিকোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,

৩। নিকোষিলা—নিকোষ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।

৬

শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।”
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?”
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—“দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে

২—৩। হায়, দেবি, ইত্যাদি—যেরূপ বনদেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিমূল-শিম্বী অর্থাৎ তুলার পাবড়ী সবলে ফুটাইলে ইত্যাদি। ৮। নীরবিলা—নীরব হইলা।
২২। বীরপ্রসূন—বীরকুল-কুসুম-স্বরূপ। প্রসূ—জননী।

রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
   এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
   এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,

২। সরযূ—অযোধ্যা-দেশে নদী-বিশেষ। ইহার আর একটি নাম ঘর্ঘরা।
৬। কাকোদর—সর্প।
২২। অরাবণ ইত্যাদি—হয় ত অদ্য আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে।
২৬। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষস-সমূহ।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;

১। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, ইহাদিগের ভয়ের হেতু।
২। বারী—গজ-গৃহ। ৩। মন্দুরা—অশ্বালয়। ৫। মুখস্—লাগাম।
৬। ব্রজ—সমূদায়। ৭। শিরস্ক—পাগড়ী।
৮। ভাস্বর—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ। (তরবারি পক্ষে) খাপ। ১০। আয়সী—লৌহ-আবরণ।
১১। নিষাদী—মাহুত। ১২। বজ্রপাণি—ইন্দ্র। সাদী—অশ্বারূঢ়।
১৩। ভিন্দিপাল—অস্ত্রবিশেষ। ১৪। পরশু—কুঠার। ১৭। কেতন—ধ্বজা।
২০। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল—হেষারব করিল। অশ্বধ্বনির নাম হেষা।

কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,

১। কোদণ্ড—ধনুঃ। ৬। বারুণী—বরুণ-স্ত্রী। ৮। আরাব—রব ; ধ্বনি।

১১। জলেশ পাশী—এ স্থলে উভয় শব্দেরই বরুণার্থবাচকতা প্রযুক্ত পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা। অতএব তন্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য, অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবেক। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী—পাশ-নামক অস্ত্রধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।

আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
　উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
　কহিলা বারুণী পুনঃ ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
　উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।

২। কল কল রবে—বারুণীর সখীর নাম মুরলা। মুরলা, নদীবিশেষ। সুতরাং তাহার কল কল রবেই উত্তর করা স্বভাব।

৬। লাঘবিতে—লাঘব করিতে। ১৬। গৃহে—স্বগৃহে। বৈকুণ্ঠধামে।

১৯—২০। রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম—সফরীর (পুঁটি মাছের) শরীর দেখিলে, বোধ হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজঃ (রৌপ্য) দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবসুরে—সূর্য্যকে।

বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
 প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
 "কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী

৪। ধনদ—কুবের।

১০। যেমন পূর্ণচন্দ্রের তেজে জোনাকীব্রজ হীনতেজাঃ হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মীর রূপের আভায় দীপসমূহ হীনতেজাঃ হইয়া জ্বলিতেছে।

বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে।
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী ?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী ;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি ;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে !
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !"

২। উরসে—বক্ষঃস্থলে। ১২। পাশী—পাশ-অস্ত্রধারী বরুণ।
১৬। যাদঃ-পতি—সাগর। রোধঃ তট। চল—চঞ্চল। ঊর্ম্মি—তরঙ্গ।
১৯। অতিকায়—রাবণের পুত্র।

সুধিলা মুরলা ;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে ?" উত্তরিলা মাধব-রমণী ;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,

৮। দুকূল—পট্টবস্ত্র। ১০। কাঞ্চী—মেখলা, কটিভূষণ।
১৫। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। ১৭। দন্তী—হাতী। দণ্ডধর—যম।
১৮। দণ্ডধর যথা কালদণ্ড—যম যেরূপ কালদণ্ড আস্ফালন করেন। নিক্কণ—বাদ্যধ্বনি।
২১। বাতায়ন—জানালা। ২৫। ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য্য।

স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?

১। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।

৭। মহারথী—অতি যুদ্ধবিশারদ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীণ যে যোদ্ধা; একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।

১২। প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহশর। ২২। বৈশ্বানর—অগ্নি।

হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?"
　উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদগমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা ! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি ? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
　প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে !
　উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।

১৬। প্রাক্তন—অদৃষ্ট।

১৭। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনুঃ। ইন্দ্রের ধনুতে যে সকল নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি। মঞ্জু—সুন্দর, মনোহর। মুক্তার গৌরবর্ণ, নীল বর্ণ এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কার সকলের একত্রীভূত আভা ইন্দ্রধনুঃ-সদৃশ।

কত ক্ষণে উত্তরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা

৩। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের পুরী। ইহার আর একটি নাম অমরাবতী।
৪। অলিন্দ—বারাণ্ডা, কানাচ। ৯। বাসন্তানিল—বসন্তকালের বায়ু।
১২। শরাসন—ধনুঃ। ১৩। নিষঙ্গ—তূণ। ২১। শিঞ্জিত—অলঙ্কারধ্বনি।

দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে !
  মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
  কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
  শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা ;—"হায় ! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
  জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ;—
"কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
  রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—"হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-

২। ভানুসুতে—হে সূর্য্যতনয়ে।

মান ; এ কাল সময়ে, রক্ষঃ-চূড়ামণি !”
   ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময় ! “ধিক্ মোরে” কহিলা গম্ভীরে
কুমার, “হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে !”
   সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; “কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ

১২। রথীন্দ্রর্ষভ—রথীবরশ্রেষ্ঠ। ১৩। হৈমবতীসুত—কার্তিকেয়।
১৫। কিরীটী—অর্জুন। ১৯। আশুগতি—বায়ু। ২৭। ব্রততী—লতা।

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;—
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;

১২। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা। ১৯। কাঞ্চন-কঞ্চুক—সোণার সাঁজোয়া।
২১। কর্ব্বুর—রাক্ষস।

নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।”
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
“রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?”
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে !”
কহিলা রাক্ষসপতি ; “কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।”
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।

১৪। মেঘবাহন—ইন্দ্র।

অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি ।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে ।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী !
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল ! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম !
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে !
ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি !
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

১। বন্দী—স্তুতিপাঠক। ৫। হে রাজসুন্দরি—হে রক্ষোরাজধানি লঙ্কে।
৯। রাণি—হে লঙ্কে। ওই ভীম বাম করে—মেঘনাদের ভীষণ বাম করে।
১১। আখণ্ডল—ইন্দ্র। ১২। পশুপতি—শিব। পাশুপত—শৈব-অস্ত্রবিশেষ
১৬। নৈকষেয়—নিকষাপুত্র রাবণ। বীরধাত্রী—বীরজননী।
১৮। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীরে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি

৬—৭। সুচারু-তারা শর্ব্বরী—সুন্দর তারকামণ্ডমণ্ডিত রজনী।

৮। বিলাসী—সৌখিন, ফুলবাবু।

২২। বাদিত্র—বাজনা।

নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ !
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন ; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী
কহিলা ; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র ; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো ! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি ! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি ! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী ; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,

১। শিঞ্জিতে—অলঙ্কার-ধ্বনিতে। ৩। ওদন—অন্ন

১২। পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু।

কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
  এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরাবলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
  কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।

৪। বৃত্রবিজয়ী—বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র।
১৬। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।
১৭। বল-জ্যেষ্ঠ—বলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।
২৩। স্বকর্ম্ম—গীত বাদ্যাদি

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।”
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;—
“যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।”—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।

১। পন্নগ-অশন—সর্পভক্ষক, গরুড়। ৫। সর্ব্বশুচি—অগ্নি। মেঘনাদের ইষ্টদেব।
১০। চন্দ্র-শেখর—চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব। ১৬। বিরূপাক্ষ—শিব।
২৩। ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, মহাদেব। ২৬। অনম্বর-পথ—আকাশপথ।

সোনার প্রতিমা, যথা ! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে !
আনিলা মাতলি রথ ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে ; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি !
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ !
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,

৩। মাতলি—ইন্দ্রসারথি। ১৩। বাহিরি—বাহির হইয়া
১৯। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া।

প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব ?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা ;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে ?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী ;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে ? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী

১৬। পরন্তপ—শত্রুপীড়ক। ২৩। তিনিও আপনি—স্বয়ং লক্ষ্মীও।

যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি !”
উত্তরিলা কাত্যায়নী ;—“শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।”
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
“পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটী রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট ! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে !
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি ?”

২। কুলিশ—বজ্র। ২৩। হরে দুষ্ট—দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে।

নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে ।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি !
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !"
হাসিয়া কহিলা উমা ; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে ।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা । মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য । বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি ।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র । কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম !"

১২। দাসীর কলঙ্ক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিত রণে পরাভূত করে, এই আমার কলঙ্ক। ১৬। মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ব্ব-হারিণী। ১৭। নিধন—নাশ।
২৩। বৃষধ্বজ—শিব।

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !
টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পুজিছে অকালে ?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি !"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
"দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,

৩। জগদম্বে—জগন্মাতা। ৮। স্তুতিলা—স্তব করিলা।
১১। মঙ্গলনিক্কণ—মঙ্গলধ্বনি।

বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।

২। বিকটশিখর—ভীষণশৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানান্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা—

কৈলাসশিখরীশিরে ভীষণশিখর
তুঙ্গমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে • •

৯। তারাকারা—তারাকৃতি, অর্থাৎ তারাস্বরূপ।

২১। ভবেশভাবিনী—শিবমোহিনী দুর্গা। ২২। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণীরূপে, বহিলা নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
    এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে

২। বিহারিতেছিলা—বিহার করিতেছিলা। ৯। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য।
১৩। সমাধি—ধ্যান। ১৭। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী—অর্থাৎ শিব।
২৫। কৌষেয়—রঙবিশেষ। রত্ন-সঙ্কলিত-আভা—অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্নের আভা আছে। ২৬। লাক্ষারস—আলতা।

চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে !
   কহিলা শৈলেশসুতা ; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।"
   অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি মা, তরাসে !
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,

৭। স্মর-হর-প্রিয়া—শিবপ্রিয়া দুর্গা। স্মরপ্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি
১২। স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি—স্বদেশীয় ভাষা শব্দ।

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোগুম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।”

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিগ্তার কৌশলে!”

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; “অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!

অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী।
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী

৬। মলম্বা—স্বর্ণ পত্র। অম্বর—বসন। মলম্বা অম্বরে ইত্যাদি—তাম্র স্বর্ণপত্রস্বরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে, অর্থাৎ তামায় গিল্‌টি করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া স্ত্রী-বেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হইয়াছিলেন, তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে ?

২০। কণ্টকময় মৃণালে ইত্যাদি—অগ্রে দুর্গা নলিনীস্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃণাল। তূণস্থ শর-সকল কণ্টকস্বরূপ।

উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তি সমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা ঊষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
সিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
বানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

৪। শান্তিদেবী আইলে যেমন সমুদ্র শান্তভাব ধরেন। ৬। কপর্দ্দী—মহাদেব।

১৮। চিত্রভানু—অগ্নি।

২১। কেশরী-কিশোর ইত্যাদি—মেঘের গর্জ্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরী-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড়দেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ আগুন গর্জ্জনে ও তেজে ভীত হইয়া, মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু !
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,

২৪—২৫। চন্দ্রচূড়কে কামমদে মত্ত দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন। অগ্নিও ভস্মাবৃত হইয়া রহিলেন।

তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পুজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নাড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে

১০। তারে—ইন্দ্রকে।

১৫—১৬। ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি। স্বর্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ সুরভিবায়ুস্বরূপ নিশ্বাস ত্যাগ এবং নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া দেব-দম্পতিকে বেষ্টিত করিল।

১৭। প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি।

প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর ; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
    সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
    কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?

৩। ভানু—সূর্য্য। ৯। বামদেব—মহাদেব।
১৩। পঞ্চশর—পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দর্প। ১৪। ভাস্করকর—সূর্য্যকিরণ।
১৬। বাসব—ইন্দ্র। ২০। বাজী—ঘোড়া। ২৩। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তিশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !"
আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"
উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,

১। সৌর-খরতর-কর-জাল ইত্যাদি—সূর্য্যের করজালনির্ম্মিত, অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল।
৯। সৌমিত্রি—সুমিত্রানন্দন লক্ষণ। ১৬। কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী—কার্ত্তিকেয়।
১৯। বৃষভ-ধ্বজ—শিব। ২০। ফলক—ঢাল। ২২। সুনাসীর—হে ইন্দ্র।

"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া।
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া

১৭। পূর্ব্বাশার—পূর্ব্বদিকের।

১৯। ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে—কেন না, লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে

মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমাত !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।”
  প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
  তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, “প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে

১৪। চপলা—চঞ্চলা অর্থাৎ বিদ্যুৎ। ১৫। দম্ভোলি—বজ্র।
১৮। প্রভঞ্জন—বায়ু।

অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,

১। অন্তরিত পরাক্রমে—কেন না, পরাক্রমী বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে।

৭। তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্ব্বতাকারে। তরঙ্গ-আবলী—ঢেউসমূহ।

৯। মন্দ্র—গম্ভীর শব্দ। জীমূত—মেঘ।

১০। ক্ষণ-প্রভা—বিদ্যুৎ। ১৬। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল।

২২। সারসন—কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ।

চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ?   দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
  সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে ?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায় !"   আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
  "চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা দেবকুল সহ
দেবেশ।   এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ।   আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !"
  কহিলা রঘুনন্দন ; আনন্দ-সাগরে

১। সৌর-কিরীট—সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মুকুট।

৫—৭। হে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বর্গবাসি, আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেন না, স্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ স্থলে লোকের এরূপ মহিমা এবং রূপের সম্ভব আছে ?   ২১। আবির্ভাবি—আবির্ভূত হইয়া।

ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ ! এ সার কথা কহিনু তোমারে !"
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

৮। বলি—পূজোপহার।

১৫—১৭। তরল সলিলে ইত্যাদি—রজোময় কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা পুনঃ তরল সলিলে অর্থাৎ চঞ্চল জলে দেহ অবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল, অর্থাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের কিরণজাল পুনঃ জলস্থলে শোভমান হইল। ১৮। শিবা—শৃগালী।

১৯। শবাহারী—মৃতদেহভক্ষক। ২১। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি—প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কার গমন করেন; এবং রক্ষোরাজকর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। প্রমীলা পতির বিরহে উতলা হইয়া উঠিলেন।

এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়া বনরাজা-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?

২। ব্যাজ—বিলম্ব। ৫। বসন্তসখা—কোকিল। ৬। বিলম্বেন—বিলম্ব করেন।
৭। সীমন্তিনি—হে রমণি। ১৪। দাম—মালা। ১৭। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।
২১। পাঁতি—শ্রেণী। ২২। মর্ম্মরিছে—মর্ম্মর শব্দ করিতেছে।
২৪। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল অর্থাৎ যেন মুক্তাফল দিয়া অলঙ্কৃত করিল।

কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?"
   অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি ।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।"
   কহিল বাসন্তী সখী ; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা ।"
   রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি

১। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ। ২। মিহির—সূর্য্য।

১০—১১। আর কি পাইব আমি ইত্যাদি—সূর্য্যমুখি, যেমন নিশা প্রভাত হইলে, তুই তোর প্রাণনাথ সূর্য্যকে পাইবি, আমি কি আর আমার প্রাণনাথকে পাইব ?

২২। চমূ—সৈন্য।

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”
   এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
   যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শংখ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
   নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,

১৬। কার্ম্মুক—ধনুঃ। ১৭। ফলক—ঢাল। ১৮। কঞ্চুক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া
২২। শ্রবণ—কর্ণ। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া। ২৪। কন্দর—পর্ব্বত-গহ্বর।

সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্‌ঝণি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনা-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা

২। অলিন্দ—বারান্দা। ৫। শীর্ষক—শিরোভূষণ ১১। দিবে—স্বর্গে।
২১। নিষঙ্গ—তূণ। ২৩। বর্ত্তুল—গোল। ২৫। খরসান—তীক্ষ্ণ।

নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,

৫। বামী—অশ্বী। বড়বা শব্দেরও ঐ অর্থ। কিন্তু এ স্থলে প্রমীলার বামীর নাম। বাড়বাগ্নিশিখাসদৃশ তেজস্বিনী। ৬। কাদম্বিনী—মেঘমালা।

১৮। দ্বিষত-শোণিত-নদে ইত্যাদি—রিপুকুল-রক্তস্রুষ্ট নদে।

বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !”
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে !
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
“কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।

৪। বায়ু সখা—সখারূপ বায়ু।
১১। পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন। “দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে”—প্রথম সর্গ।
২০। ভীষণ-দর্শন—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।”
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
“শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?”
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা-সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে ;—
“অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।

১১। পাবনি—পবনপুত্র।

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !”
 এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
“বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।”
 উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?

অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,

৯। গরুৎমতী—যাহার পক্ষ আছে। তরির পক্ষে "পাল"।

২৩—২৪। কুচযুগ মাঝে পীবর—পীবর—অর্থাৎ স্থূল কুচযুগ মাঝে।

কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে !
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।

১। গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ বীরদলের মধ্যে উষা-সদৃশী।

৭। রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রক্তিমায়। রাম দেবাস্ত্রসকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন।

১৬। পিনাক—শিবধনুঃ।

২৪। নিশীথে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দূতী উষাসদৃশী তেজস্বিনী। বিভীষণ দূতীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্দ্ধ রাত্রে কি উষা আইলেন ?

"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনু সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!

যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।”
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমারণে !
উত্তরিলা রঘুপতি ; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !”
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।”

৪। ভয়ঙ্করী—চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ।

১৪—১৫। রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর—দিলীপপুত্র রঘু দিগ্বিজয়ী ছিলেন আমি বীরকুলোদ্ভব, অতএব সর্ব্বত্রই আমাকর্ত্তৃক বীরবীর্য্য সম্মানিত হইয়া থাকে।

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি?" কহিলা রাঘব;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে

১৫। সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে—মেঘসমূহকে সুবর্ণবর্ণান্বিত করিয়া।
২১। আস্কন্দিতে—একপ্রকার অশ্ব-গতি অথবা নৃত্য।

হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্বণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?

৫। শূলপাণি বীরাঙ্গনা—যে সকল বীরাঙ্গনার হস্তে শূল অস্ত্র আছে।

১০—১১। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কামমদে মুগ্ধ হইতেছে।

১৩। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ অর্থাৎ গরুড়। রমা—লক্ষ্মী। উপেন্দ্র—বিষ্ণু।

১৮। উলঙ্গিলা অসি—অসি নিষ্কোষিত করিল—অর্থাৎ অসির খাপ খুলিল।

সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?”
উত্তরিলা বিভীষণ ; “নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমিলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী ! যথা বার-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি ! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক !

৩। প্রপঞ্চ—বিস্তার, বিবরণ।

১৫। হর্য্যক্ষ—সিংহ।

১৭। দিগম্বরী যথা দিগম্বরে—কালী যেরূপ শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রমীলা আপন পতিকেও সেইরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

২৩—২৪। যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—যমুনার সুগন্ধ জলস্বরূপ প্রমীলার প্রেমসাগরে কাল ফণীস্বরূপ ইন্দ্রজিৎ মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
  কহিলেন রঘুপতি ; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
  কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে ; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?

১২—১৩। একে আমি বিপদ্‌সাগরে মগ্ন, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলাহল জ্বলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ্ বাড়িয়া উঠিল।

১৬—১৭। কাল সর্প তেজে ইত্যাদি—তোমার অগ্রজ রাবণ তেজোগুণে কালসর্পসদৃশ।

অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি !
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া ! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
"কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে !"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,

১৩। দ্বিতীয় নৃ-মুণ্ড-মালিনী—চণ্ডী। ২৯। তারকসূদন—কার্ত্তিকেয়।

কিম্বা দ্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি —
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা

১। দ্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ইন্দু—চন্দ্র। ৬। রোষে—রোষ করিয়া উঠিল
১০। কৌন্তিক—কুন্তধারী যোধদল। কুন্ত—এক প্রকার শূল।
১১। নারাচ—লৌহময় বাণবিশেষ। ২১। সুন্দরী—প্রমীলা।

আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।

৪। কৃপাণ—তরবারি। পিধানে—কোষে, খাপে।

১০। মণিহারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিহারা ফণী মণি পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতিসমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

১৮—১৯। বিরহ-অনলে (দুরূহ)—দুরূহ বিরহানলে।

২৫। পীন-স্তনী—স্থূলপয়োধরা। শ্রোণিদেশে—নিতম্বে।

দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে !
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মুরতি ;
বৃথা নিদ্রা-দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে ; যথা যবে

৯—১০। ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি—গায়ক দল এরূপ সুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল যে, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্ব দুঃখ অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জরস্বরূপ কারাবদ্ধ, এই বিষম দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গীতমদে মত্ত হইল। ২২। হরি—সিংহ।

বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,

৫। তৃণজীবী জীবে—যে জীব-সমূহ তৃণাহারে জীবন ধারণ করে

কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?”
   ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;
“মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।”
   এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মুহূর্তে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

২০। দীপি—উজ্জ্বল হইয়া। ২১। সুখধাম—কৈলাসপুরী।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,

১। কবিগুরু—কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।

৩—৪। তব অনুগামী দাস ইত্যাদি—যেমন কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী রাজার সমভিব্যাহারে দূর তীর্থ (যে তীর্থস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে যায় ; তেমনি আমিও যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্থে তোমার অনুসরণ করিতেছি।

৫—৮। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী, এ ভবমণ্ডলকে যিনি সর্ব্বদা দমন করেন, এমন যে যমরাজ, তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ অনেক কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্যরচনায় চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন।

৮। ভর্ত্তৃহরি—ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। ভবভূতি—বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

৯—১০। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভূভারতে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত।

১১। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী—বংশী। দ্বিতীয় মুরারি—অনর্ঘরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার। মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিস্বরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

১২। কীর্ত্তিবাস—যাঁহাতে কীর্ত্তি সর্ব্বদা বসতি করে অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী। কীর্ত্তিবাস—কবি কীর্ত্তিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন।

এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি !
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে ।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী ।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী । জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,

১—৩। হে পিতঃ, কেমনে ইত্যাদি—হে কবিগুরু, যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে কবিতাসরোবরে কেলি করি।

৯। ভাসিছে ইত্যাদি—বীরবর ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলা সুন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ আনন্দে মগ্ন হইয়াছে।

১০। সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণদীপাবলী যাহার মালাস্বরূপ হইয়া জ্বলিতেছে।

১৩। কেলিছে—কেলি করিতেছে।

১৫। সুরতে—কামক্রীড়ায়। শীধু—মদ্য। ১৭। বাতায়ন—গবাক্ষ, জানালা।

১৯। যথা মহোৎসবে ইত্যাদি—যেরূপ, কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মত্ত হইলে, হইয়া থাকে।

কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে

৬—৭। রাহুরূপ রামের সৈন্ত চন্দ্ররূপ কনক-লঙ্কাকে ত্যাগ করিয়া দূরীভূত হইবে।

৮। আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সকলেই এই কথা কহিতেছে যে, ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি।

১৩। রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা দেবী।

১৮—২১। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি—যে খনিগর্ভে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খনিগর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ আভাহীন ইত্যাদি। রমা—লক্ষ্মী। অম্বুরাশি—সাগর।

মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
  একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
  কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
  কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,

৫। বীচি-রব—তরঙ্গশব্দ। ৬। এ দুঃখ-কাহিনী—সতীর দুঃখবার্ত্তা।
৯। ও অপূর্ব্ব রূপে—সীতার অপূর্ব্ব রূপে। ২৭। সীমন্তে—সিঁথিতে।

গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া কৌটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে

১৩—১৪। সেই সেতু—অলঙ্কার নিক্ষেপরূপ সেতু, অর্থাৎ আমার অলঙ্কারসকল পথে দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন।

ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী।
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?

২৫। বৈতালিক—স্তুতিপাঠক।

অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !) ; "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে

১। করভ—হস্তিশাবক। ৩। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।
১৫—১৬। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়।
২৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ২৫। প্রিয়ম্বদা—মিষ্টভাষিণী।

এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে?
  "পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!

ম—মন। ৭। অররুপুরে—রাক্ষসপুরে। ১০। কান্তার—

১৩—১৪। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ-সমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্যাসকল সৌরকরবেশে পদ্মবনে কেলি করিতেন।

১৭। অজিন—চর্ম্ম।

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,

৬। ব্রততী—লতা। ১১। ব্যোমকেশ—মহাদেব।

১৭—১৮। সাঙ্গ কি ইত্যাদি—হে দারুণ বিধাতঃ, নাথের সঙ্গীতস্বরূপ বাক্যধ্বনি আর কি কখন আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে না ?

২৪—২৫। বনস্থলে তমোময়—তমোময় বনস্থলে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে।

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া ; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে

১১। পিইছেন—পান করিতেছেন

ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে !
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা !
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি !" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)

১১। হেমাঙ্গি—হে সুবর্ণাঙ্গি।

১৪—১৭। যথা যবে ঘোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহশোকস্বরূপ ব্যাধ অদৃশ্যভাবে মধুর গীতগায়িনী পক্ষিস্বরূপ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল।

২৬। মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা, সূর্য্যকিরণে জলভ্রম।

ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!

২২। অবতংস—অলঙ্কার।

২৩। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববলে পরাজয় করিয়াছেন।

ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উত্তরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি

১। কহিনু কুক্ষণে—কেন না, আমি এরূপ গ্লানি না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন না, এবং আমারও এ দুরবস্থা ঘটিত না।

২৪। বৈশ্বানর—অগ্নি। ২৫। কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ।

ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
"কহিল মায়াবী ; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি ;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল

১। ফুলরাশি ইত্যাদি—মৃগশিশু, করভ-করভী এ সকল ফুলস্বরূপ। সদাব্রতফলাহারী জন্তুদলের মধ্যে রাবণ কালসর্পবেশী। ১১। প্রতারিত রোষ—রাগচ্ছল, অর্থাৎ কৃত্রিম রাগ।

'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
   "দূরে গেল জটাজূট ; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
   "চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?

৯। শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—আপনার ক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, যেন বনদেবী ইত্যাদি।

১১—১২। হুতাশন-তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণ বাক্যে তাদৃশ হয় না। যেমন অতি কঠিন বস্তু লৌহ অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে।

ধাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি ;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
"'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভী, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা

২৬। গুঞ্জর—গুঞ্জনধ্বনি করিয়া কহ।

কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর ! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জ্ঞান।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে ! আয় মূঢ়মতি !
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র !
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে !
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন !
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

৪। অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, উচ্চতম। ৬। পুষ্পক—রাবণের রথ
৯। অস্থিরে—অস্থির ভাবে। ২২। স্যন্দন—রথ।

সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে ! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে । হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে !
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরবে !
অচেতন হৈনু পুনঃ । শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী ।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—

১০—১১। হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেরূপ তস্কর অর্থাৎ চোর নিহিত ধন লইবার নিমিত্ত গুপ্ত স্থলে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আসিবেক।

ভবিতব্য-দ্বার অমি খুলি, দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি ! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন ; শুখাইল নদী ;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।

৩। পঞ্চ জন বীর—সুগ্রীব, হনুমান্, প্রভৃতি। ১১। সে দেশের রাজা—অর্থাৎ বালি।

"উত্তরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা ; শৃঙ্গধরে ভরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক ; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী!
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!

১৩—১৪। ...বীর ধর্ম্মসম বীর এক—এ স্থলে সরমার পতি বিভীষণ

কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন ;—
    "সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
    "দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিল তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !

৯। কবন্ধ—মস্তকরহিত দেহ। ২৪। রক্ষোরথী—কুম্ভকর্ণ।

কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ; 'শুন লো মৈথিলি !
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি

২৬। পরিষ্কারি—পরিষ্কার করিয়া

কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে !
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?'
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা ; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি !
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে !
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্মতি
সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !
"কহিল রাঘব-রিপু ; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন !

১৬। জিষ্ণু—জয়শীল। ১৭। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'
"'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে ; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব ! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায় হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময় ! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে ! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে

১৮। নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপরিপূর্ণ। অনম্বর-পথে—আকাশপথে

২৭। রঞ্জন—রক্তচন্দন, কেন না, লঙ্কা সুবর্ণগঠিত।

কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !

১। কমনীয়—মনোহর, নয়নানন্দদায়ক।

১৫—১৬। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-স্বরূপ লঙ্কাপুরে, অর্থাৎ যেখানে বীর জন্মায়। ২২। মন্দারের দামে—পারিজাতপুষ্পের মালায়।

২৪—২৫। বসুধা কামিনী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূষিতা হয়েন ইত্যাদি।

ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

৩। ও প্রতিমা—তোমার মূর্ত্তি। ২১—২২। প্রাণপতি আমার—বিভীষণ।
২৯। সে বিজন বনে—অর্থাৎ জনশূন্য অশোকবনে।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র ; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন !
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা !
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?"
উত্তরিলা অসুরারি ; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,

১। ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে। ২। বৈজয়ন্ত-ধাম—ইন্দ্রের পুরী।
১৫—১৭। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই কথাটি কহিলেন।

দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিলা দম্পতি ;
হেন কালে মায়া-দেবী উত্তরিলা তথা।

১। দাসীর সাধনে—দাসীর প্রার্থনায়। ১৭। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।

রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে !
　সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?"
　উত্তরিলা মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
　উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন ;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে

৩। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি—পারিজাত ফুলের সুবর্ণ বর্ণ।
১২। পুরন্দর—ইন্দ্র। ভবানন্দময়ী—সংসারানন্দদায়িনী ১৮। আনায়—জাল।

মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দণ্ডিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে!" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া

১৫। দেবেন্দ্রের পদে ইত্যাদি—নিদ্রাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল।

মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে !

হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি;
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।

আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি !
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে !
আর কি কহিব আমি ? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !”
 “রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস” ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে !
কে রোধিবে গতি মোর ?” সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !”
 প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; “কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !” উত্তরিলা হাসি

১৫। আয়াসিতে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে।
১৮ আয়সী—লৌহময় কবচ। ২৩। বীতিহোত্র—অগ্নি।

রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি

১০—১১। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাকালে, চন্দ্রিমার রজোরেখা অর্থাৎ জ্যোৎস্নার রৌপ্যের তার শুভ্র আলোকরেখা মেঘমালার শোভমান হয়, সেইরূপ গঙ্গার জল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে।

১৭। রঘুজ-অজ, ইত্যাদি—রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র।

গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে !
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে।
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে !
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে ! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি ;
থামিল তুমুল ঝড়, দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে !
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা।

১০। হর্য্যক্ষ—সিংহ। ২৫। রৌরব—অগ্নিময় নরকবিশেষ, এ স্থলে দাবানল।

সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,

৫। স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠজনিত ধ্বনি, অর্থাৎ মেয়েলী সুর।

১৫। কোলম্বক—বীণার অঙ্গ। ১৯। ক্বণিছে—বাজিছে। রশনা—মেখলা।

২০—২৬। কালরূপ ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ সকল দেবনারীগণের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান এক মণিমণ্ডিত বেণীরূপ ফণী দর্শন করিবা মাত্রেই

? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী !
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;
অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি

কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ সুকেশিনী যে, ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দূত অর্থাৎ যমদূতস্বরূপ ফণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করে ; কিন্তু এ সকল নারীদিগের পৃষ্ঠদেশে স্থিত বেণীরূপ ফণীকে, ভুজঙ্গভূষিত শূলধারী উমাপতির ন্যায় কে না গলায় বাঁধিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ ইহাদের সৌন্দর্য্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই ইহাদের সমাগমে অভিলাষুক হয়।

রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন !
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
  কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
  প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে !
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি !" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,

কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দুলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে

পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে

বিদায় হইব নমি জননীর পদে।
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে।
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতি। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।

ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী ; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে ;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
কার বা এ হেন মাতা ?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে ;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতি পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী

তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে

এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা স্বর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত

মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; "যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।

২১। বহুলে তারার করে ইত্যাদি—বহুলে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও বসুমতী উজ্জ্বল হয়েন। আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশিস্বরূপ পুত্র ইন্দ্রজিতের অদর্শন।ইতিকাল পর্য্যন্ত তুমি তারার স্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর।

সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,

১৫—১৬। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এ স্থলে অশ্রুবিন্দু। অর্থাৎ প্রমীলা সুন্দরী ক্রন্দন করিলেন।
২২। আলোকাগারে—আলোকগৃহে অর্থাৎ তোমার চক্ষুঃদ্বয়ে।
২৩। পয়োবহ—মেঘ। ২৭। কুসুমেষু—ফুলবাণ, অর্থাৎ কন্দর্প।

রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে !
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে !
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি ? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে !
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে !
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে !
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্যামী তুমি !

তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে ?”
  বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উত্থান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি

২। শিবির—তাঁবু।

৬। প্রহরণ—যদ্দারা প্রহার করা যায়, অর্থাৎ অস্ত্র। নশ্বর—নাশক, সংহারক।

১৫। চন্দ্রচূড়—যাঁহার চূড়ায় চন্দ্র আছে, অর্থাৎ মহাদেব।

১৭। মহোরগ—মহাসর্প।

বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—

১। বায়ুসখা—অগ্নি। ১৬। বৈশ্বানর—অগ্নি।
১৯। পিধান—খাপ। অসি—তরবারি। ২৫। কৃতান্তদূত—যমদূতস্বরূপ রাবণি। ২৭। যার বিষে—রাবণির ক্রোধানল-বিষে।

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,

১। সে সর্পবিবরে—রাবণিরূপ সর্পের গর্ত্তে, অর্থাৎ রাবণির নিকটে।
৪। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ।
২২। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষু অর্থাৎ ইন্দ্র।
২৩। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈলবালা—গিরিবালা, দুর্গা।

এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
  কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী;—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,

৪। অবহেল—অবহেলা কর। ৬। আর্য্য—মান্য
৭। মঙ্গলঘট—মঙ্গলার্থ কলসী, অর্থাৎ পূর্ণকলসী।
১১। বাসবত্রাস—যাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হয়।
১৮। কলুষদ্বেষিণী—পাপদ্বেষকারিণী।
২০। পঙ্কিল—পঙ্কযুক্ত অর্থাৎ ময়লা। জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছাদিত।

যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ!'—উঠিনু জাগিয়া;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,

৪। ভাবী কর্ব্বুররাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ, অর্থাৎ যিনি রাবণের নিধনান্তর রাক্ষসদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদ্গর্ভে, এ জন্য বিভীষণকে ভাবী কর্ব্বুররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ৬। বাদিত্র—বাজনা।

৮। মোহে—মোহিত করে। ৯। গ্রীবাদেশ—গলদেশ, ঘাড়।

৯—১০। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালাস্বরূপ কেশপাশ।

১৩। জগদম্বা—জগন্মাতা।

আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,

১—২। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি—ভ্রাতৃরত্নে, লক্ষ্মণরূপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে। এ অতল জলে—মেঘনাদের ক্রোধরূপ অগাধ জলে। ৯। উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী
১৩। তরুণ যৌবন—নবযৌবন। ২৪। প্রভঞ্জন—বায়ু।

দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ;—"স্বচক্ষে দেখিলা

১০। সংশয়িতে—সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে।

১৩। অহি—সর্প। অম্বর—আকাশ।

১৪। শিখী—ময়ূর। কেকারব—কেকাশব্দ। ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা।

২০—২২। ময়ূর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, এতদ্বর্ণনের মর্ম্ম এই যে, লক্ষ্মণ ও মেঘনাদে নাশ্য নাশক ভাব সম্বন্ধ হইলেও লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের ময়ূরের দশা ঘটিবেক, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রণে মেঘনাদের প্রাণ সংহার করিবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্ব্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে !

১। নিরর্থ—ব্যর্থ, নিষ্ফল।
৪। প্রপঞ্চরূপে—বিস্তারিতরূপে। ৫। নির্ব্বীরিবে—নির্ব্বীর করিবে।
৮। স্কন্দ—কার্ত্তিকের। তারকারি—তারকনাশক। একজন অসুরের নাম তারক।
১০। সারসন—কটিবন্ধ। ১১। ভাস্বর—দীপ্তিশালী।
১৩। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত। ফলক—ঢাল। ১৪। নিষঙ্গ—তূণ।
২০। কেশর—সিংহের ঘাড়ের লোম, এই নিমিত্ত সিংহের একটি নাম কেশরী।

বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
　আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে !"
　এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।

২। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ।

৭। পদাম্বুজে—চরণকমলে।

১২। ভুঞ্জাও—ভোগ করাও। মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবপ্রিয়ে। শিবের একটি নাম মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। ১৪। কিশোর—বালক।

১৭। মর্দ্দি—মর্দ্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। দুর্ম্মদ—যাহাকে অতিকষ্টে নাশ করা যায়।

১৯। পরিমল-ধন—সৌরভস্বরূপ ধন। ২০। শব্দবহ—যে শব্দকে বহন করে।

২৩। আশুতরে—অতিশীঘ্র। শব্দবাহক—আকাশ।

শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমুল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,

১। নগেন্দ্রনন্দিনী—গিরিরাজবালা।
৭। মধুজীবী—যাহারা মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে।
১২। অমুল রতনে—লক্ষ্মণরূপ অমূল্য রত্নে। ১৬। মহেষাস—মহাধনুর্দ্ধর।
২২। হিমানীতে—হিমসংহতিকালে অর্থাৎ শীতকালে।

প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—

৬। সম্বর—সম্বরণ কর। নীলাম্বুসুতে—জলধিদুহিতে। ৯। দম্ভী—অহংকারী।
১৬। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা। ২২। প্রাক্তন—অদৃষ্ট; কপাল।
২৬। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !

প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্‌ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে

২। আসার—বারিধারা। ১৭। ত্বিষাম্পতি—তেজম্পতি, সূর্য্য। বিভাবসু—অগ্নি
১৯। বায়ুসখা—অগ্নি। ২০। রাক্ষসভরসা—রাক্ষসকুলের ভরসাস্বরূপ।
২২। গুল্ম-আবরণে—লতারূপ আবরণের মধ্য দিয়া।
২৩। সুযোগপ্রয়াসী—যে সুযোগে চেষ্টা করে।
২৪। অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে।

যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,

১। যমচক্ররূপী—যমের চক্রস্বরূপ ভয়ানক নক্র—কুম্ভীর।
১৩। অশনি-নাদে—বজ্রধ্বনিতে।
১৯। নিষাদী—হস্ত্যারোহী, মাহুত। ২০। সাদী—অশ্বারূঢ়।
২৪। সর্ব্বভুক্‌রূপী—অগ্নিসম তেজস্বী।
২৫। বিরূপাক্ষ—একজন রাক্ষসের নাম। প্রক্ষ্বেড়ন—অস্ত্রবিশেষ।

সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ

১। স্যন্দন—রথ। ৪। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল, অর্থাৎ যমস্বরূপ।

১১। উৎস—প্রস্রবণ, নির্ঝর।

১৬। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক। অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। মাৎসর্য্য—অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষ। এ স্থলে অহঙ্কার মাত্র।

২৪। তুষার—হিম, বরফ। ২৫। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ।

সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,

১৪। মৃগাক্ষীগঞ্জিনী—সুন্দরীকুলগঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে সুন্দরীকুল লজ্জিত হয়। ১৯। আয়সী—লৌহময় কবচ। ২১। বাজী—ঘোড়া।

২২। বাজীপাল—অশ্বপালক, অর্থাৎ সইস।

২৩। পট্ট-আবরণ—পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি।

হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত ।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে ।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ । জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে ।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে ।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে ।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে ।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে

৪। অবচয়ি—অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া। ৬। উজলি—উজ্জ্বল করিয়া।
১৫। প্রগল্‌ভে—অহঙ্কারে।

নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
  যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝনৃঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
  চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
  সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
  উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—

৪। পূত—মন্ত্রদ্বারা পবিত্র।
৬। কলুষনাশিনী—পাপনাশিনী। ৭। উপহার—উপকরণ, পূজাসামগ্রী।
২৫। প্রসাদিতে—প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে। ২৭। রৌদ্র—ভয়ানক।

"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ

৬। ঊর্দ্ধফণা—উন্নতফণা, অর্থাৎ ফণাধারী। ৯। পিণ্ড—লৌহপিণ্ড।
১০। মিহির—সূর্য্য। ১১। অম্বুনাথ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ—গ্রীষ্মোত্তাপ।
১৪। বঞ্চাইছ—বঞ্চনা করিতেছ। ২৫। সর্ব্বভুক্—সর্ব্বসংহারক অর্থাৎ অগ্নি।

রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোত্তম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে।"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,

৩। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপ—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব।
৫। রাজদ্রোহী—রাজানিষ্টকারী। ৬। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শৃঙ্গবাদকসমূহ।
৭। ভগ্নোত্তম—ভগ্নোৎসাহ, হতাশ। রক্ষঃ-চমূ—রাক্ষস সেনা। বিদাও—বিদায় কর।
১৫। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।
১৭। কৃপাণবর—তরবারিশ্রেষ্ঠ। শক্রকরে—ইন্দ্রহস্তে। ২১। মহাহবে—মহাযুদ্ধে।

নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব ?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।

৪। জলদ-প্রতিম স্বনে—মেঘগর্জ্জনসদৃশ স্বরে। ৫। আনায়—জাল, ফাঁদ।
১১। সপ্ত শূরে—সাত জন বীরে।
১৪। রোধিবে—রোধ করিবে; অর্থাৎ ঢাকিবে। ১৭। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া
১৮। কাকোদর—সর্প। ২৩। ভীম প্রহরণে—ভীম আঘাতে।

বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা ; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী ।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে !
   "এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে ।"
   উত্তরিলা বিভীষণ ; "বৃথা এ সাধনা,

৩। কার্ম্মুক—ধনুঃ। ৫। ফলক—ঢাল।
৬। শুণ্ডধর—হস্তী। ১২। খুল্লতাত—কনিষ্ঠ তাত, অর্থাৎ খুড়া।
১৭। শূলীশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ। ১৮। বাসববিজয়ী—ইন্দ্রজিৎ।
২১। গঞ্জি—গঞ্জনা অর্থাৎ তিরস্কার করি।
২৪। ভঞ্জিব—ঘুচাইব। আহবে—সংগ্রামে। ২৫। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা।

ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল

৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ৭। বিধু—চন্দ্র। বিধি—বিধাতা। স্থাণু—মহাদেব।
১৫। সম্ভাষে—সম্ভাষণ করে। ১৬। অজ্ঞ—নির্ব্বোধ।

দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি

১। দম্ভী—অহঙ্কারী। শাস্তি—শাস্তি দি।
১০। রাবণ-আত্মজে—রাবণপুত্রে, মেঘনাদে। ১১। ভর্ৎস—ভর্ৎসনা ক
১৭। আশ্রয়ী—যে আশ্রয় অর্থাৎ শরণ লয়।
২০। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। অম্বরে—আকাশে। মন্দ্রে—গভীর শব্দ করে।
জীমূতেন্দ্র—মেঘরাজ। কোপি—কোপ করিয়া।

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।”
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেম্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে!
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে

৪। সহবাস—সংসর্গ অর্থাৎ সঙ্গে থাকা। ৫। বর্ব্বরতা—মূর্খতা।
৯। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া। ২২। বাহু প্রসরণ—হস্তের ইতস্ততঃ সঞ্চালন

ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !
   ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথার কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,

৬। নিষ্কল—চন্দ্রপক্ষে কলারহিত, মেঘনাদপক্ষে তেজোহীন।
২০। শঙ্কর—মহাদেব। ২১। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ।
২৪। মূর্চ্ছিলা—মূর্চ্ছান্বিত হইলা।

আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।

৩। পরুষ—কর্কশ। ১২। বারতা—বার্ত্তা, খবর
২১। ত্রাণিবে—ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে।
২৪। অন্তিমে—চরমে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে।

লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী

৬। বিরাগ—দুঃখ। ৯। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী
১৯। অংশুমালী—অংশু, কিরণ যাহার মালাস্বরূপ, অর্থাৎ সূর্য্য।
২৪। অনীকিনী—সেনা।

শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে!
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-ঊরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে!
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী

২। সম্বর—পরিত্যাগ কর। ৩। বিধান—নিয়ম, আজ্ঞা।
১১। শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী। অবর্ত্তমানে—অনুপস্থিতিকালে। ১২। নিষাদ—ব্যাধ।
১৩। আক্রমে—আক্রমণ করে।
১৪। গতজীব—গতপ্রাণ, অর্থাৎ মৃত। বিবশা—অধীরা।
২৪। অবতংস—অলঙ্কার।

শত্রুজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

২০। শঙ্করী—মঙ্গলদায়িনী, অর্থাৎ ভবানী, দুর্গা। কুসুমাসার—পুষ্পবৃষ্টি।
২২। কটক—সৈন্য।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে ! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী ;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে ! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা ;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?

২। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

৯। স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী—ভূমিতে তুল্যপ্রেমাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে নলিনী জলে যেরূপ প্রফুল্লিতা হয়, সূর্য্যমুখীও স্থলে তদ্রূপ। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ, এই পুষ্প দিবাভাগে বিকশিত থাকে, রাত্রিকালে নিমীলিত হয়, এ জন্ত সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর নলিনীর সহিত সমপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে। ১২। স্নানি—স্নান করিয়া।

বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার, যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,

৭। অনুরোধে—অনুরোধ করে।
৮। বীণাবাণী—বীণার ন্যায় সুমধুরভাষিণী ; এ স্থলে বীণাবাণী—প্রমীলা।
১৭। সীমন্তিনি—সুন্দরি। ২২। ধূর্জ্জটি—শিব।

বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে।
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি.
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,

৫। সর্ব্বহর—সর্ব্বনাশক। কাল—সময়। ১৬। পদরাজীবে—পাদপদ্মে
১৭। শূলী—শূলাস্ত্রধারী অর্থাৎ মহাদেব। ১৯। হর—শিব।

নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।”
  চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
  পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া নর-দুঃখ হেরি।
  কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, “কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে

১৬। নর—যাহাদের মৃত্যু আছে, অর্থাৎ মনুষ্যাদি।
২২। করপুটে—করযোড়ে। ২৬। সন্দেশ-বহ—বার্ত্তাবহ অর্থাৎ দূত।

আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে ?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী ; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি ?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে !" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে !"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী !"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি

১০। ভবে—সংসারে। ১২। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত। ১৭। হরি—সিংহ।
২০। বিউনিল—বিউনি করিল অর্থাৎ বাতাস করিল। বিউনি—পাখা।

বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
   আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
   সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
   উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে

৬। পুত্রহানী—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে হনন করে। ১৩। শৈব—শিবভক্ত।

রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে !
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে !
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে ।
 যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে ।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,

২। রথগ্রাম—রথসমূহ। ৩। বারণ—হস্তী।

৫। তুরঙ্গম—অশ্ব। ৬। চামর—রাক্ষসবিশেষ। ৭। উদগ্র—একজন রক্ষঃ।

১৯—২০। রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজঃ ভুজে ইত্যাদি দ্বারা দানবদলনী চণ্ডীর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল, কিন্তু চণ্ডীর ভুজে গজরাজের বল ছিল, অর্থাৎ চণ্ডী স্বীয় হস্তদ্বারাই হস্তীর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অশ্বগতি পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় উপমা উপমেয়ভাব কল্পনা করিয়া লইতে হইবেক।

পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে !
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে !
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন ! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন ! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে ।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?"

৫। ভূধরব্রজ—পর্ব্বতসমূহ। ১৫। লয়িতে—লয় করিতে।
১৬। ভয়ে বিভীষণের গণ্ডদেশ অর্থাৎ গাল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।
২০। বর্ম্ম—সাঁজোয়া। ২৪। রাক্ষসচমূ—রাক্ষসসেনা।

সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ; জাম্বুবান বলী;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ; রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে। একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!

৬। কিষ্কিন্ধ্যানাথ—কিষ্কিন্ধ্যাপতি অর্থাৎ সুগ্রীব।
১০। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ।
১১। রক্তাক্ষ—রক্তবর্ণ চক্ষুঃ। নেতা—নায়ক অর্থাৎ যাহারা প্রধান।
২০। বীরবৃন্দ—বীরসমূহ। ২৪। শূলীশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রাব; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে।
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে!
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—

৩। স্নেহপণ—স্নেহস্বরূপ মূল্য। ৫। দাক্ষিণ্য—দয়া। ১০। ভুঞ্জি—ভোগ করি।
১৭। ঠাট—সৈন্য। ২৭। জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণিবর্গের কুলক্ষণস্বরূপ।

শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,

১। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী।
৪। কিন্নর—স্বর্গীয় গায়ক। ৬। অনন্ত বাসন্তানিল—চিরমলয়মারুত।
৭। বর্ষিছে—বর্ষণ করিতেছে। মন্দারপুঞ্জ—মন্দারপুষ্পসমূহ।
১৫। রত্নাকর—সমুদ্র। ইন্দিরা—লক্ষ্মী।
১৮। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে। ২৪। শক্র—ইন্দ্র।

কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
  উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!"
  বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম ; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে!
  সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,

৩। জগদম্বে—জগন্মাতঃ। অম্বর—আকাশ। ৬। সমরিব—সমর করিব।
৮। বাসবীয়—বাসব অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। চমূ—সেনা। রমা—লক্ষ্মী।
১৮ শিখা—জ্বালা। ২১। চর্ম্ম—ঢাল।

(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে !
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?

১৬। নীড়—পক্ষীর বাসা।

বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !”
    ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !

৫। অবরোধ—অন্তঃপুর। ৮। শরজাল—বাণসমূহ। ১০। নাগ—সর্প।
১৪। নিভৃত—নির্জ্জন স্থান। ১৫। আসন্নকালে—মৃত্যুসময়ে।
১৭। দয়িতা—স্ত্রী। ২৪। বামতম—অত্যন্ত বাম।
২৫। আলবাল—বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে জল রক্ষার্থে যে গোলাকার বাঁধ। অকাল—অসময়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম।

কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !”
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে !
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে !
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল

৫। কপট-সমরী—কূটযুদ্ধকারী।
১৬। তিতিয়া—ভিজিয়া। নয়ন-আসারে—নয়নাশ্রুধারায়।
১৭। স্বন—শব্দ। ২০। নেতৃনিধি—নেতৃশ্রেষ্ঠ।
২৩। মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গম্ভীর ধ্বনি করিলা। জীমূতবৃন্দ—মেঘসমূহ
২৪। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।

সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
  মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি ;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে ; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন ! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে।
আর কি কহিব, নাথ ! পদাশ্রিতা দাসী !
ডেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
  হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ

১। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।
৩। তিমিরপুঞ্জ—অন্ধকাররাশি। তিমির-বিনাশী—অন্ধকারনাশক।
৬। প্লাবন—জলপ্লাবন অর্থাৎ বন্যা। ১৫। কূর্ম্ম—কচ্ছপ।
১৬। দশনশিখরে—দন্তের অগ্রভাগে।

বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?”
উত্তরিলা কাঁদি মহী ; “কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে !
দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?”
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসঙ্খ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,

১। আয়াসে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দেয়। ৬। মদকল—মদমত্ত।
১৮। প্রতিঘ-অন্ধ—রাগান্ধ। ২১। পরাগ—ধূলি। ২৪। উর্ম্মিকুল—ঢেউসমূহ

হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি !" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে !
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে।"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে ; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"

১৩। নিধন—মারণ, নাশ
২৮। বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়।

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে!
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী?"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে

১১। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র। ১২। ভানু—সূর্য্য।
১৫। বাহন—যে বহন করে, অর্থাৎ অশ্ব হস্ত্যাদি।

মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে ?”
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত ! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে !
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে

৮। কম্বু—শঙ্খ, শাঁক। ১১। কলম্বকুল—বাণসমূহ।
১৪। কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ। ১৯। সৌরতেজঃ—সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী

বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
   বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
   সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,

১। বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ। ১৩। বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা। ১৯। হে সূত—হে সারথি।

বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,

৫। প্লাবন—বন্যা।
৬। বালিবন্ধ—বালির বাঁধ।
৭। গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া।
৮। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
১৫। কুমার—কার্ত্তিকের।
২৪। কাতরিয়া—কাতর করিয়া।
২৫। শক্তিধর—কার্ত্তিকের।

তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয় ! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি !" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে ; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায় ! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—

৭। স্নেহেন—স্নেহ করেন। ১০। নীলাম্বরপথ—আকাশপথ।
১৫। কটক—সৈন্য। ১৮। প্রসরণ—প্রতিসর, বেষ্টন।
১৯। নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলা। ২৩। পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জ্জুন।

"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি!
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী

১১। কোষ—তরবারির খাপ। ১২। কুলিশী—বজ্রী, ইন্দ্র।
১৪। দম্ভোলি—বজ্র। ১৭। মহীরুহ—বৃক্ষ।
২০। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ২৬। জীব—জীবিত থাক।

পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ !" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে ; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে ! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী

১২। পুত্রহা—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে। অঞ্জনাপুত্র—হনূমান্।
২১। অস্থিরিলা—অস্থির করিলা।
২২। ভূধর—যে পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পর্ব্বত। ২৫। মিহির—সূর্য্য।

নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয় ;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে !
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে !"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর ; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে ! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা ; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে) ; দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে

১৪। পরদারালোভে—পরস্ত্রীলোভে। ১৯। অনম্বর—আকাশ

পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি। বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্তধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি

৫। মত্ত করী—মত্ত হস্তী। ১৩। কলত্র—স্ত্রী। ১৯। চাপ—ধনুঃ।

শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে !
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে !"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে ।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি ।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ.বলী
ধাইল ধরিতে শবে ! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িল সৌমিত্রি শূরে । কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে ! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে !"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর !" মনোরথ-গতি,

---

১৩ । সপন্নগ—সসর্প । ১৭ । শব—মৃতদেহ

২৪ । লাঘবিলা—লাঘব করিলা অর্থাৎ কমাইলা ।

রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে !
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

১। তাণ্ডবি—তাণ্ডব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে

১। বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রামগৃহে। ৪। তমোহা—অন্ধকারনাশক। মিহির—সূর্য্য।
১২। গৈরিক—ধাতুবিশেষ। ১৩। প্রস্রবণ—ঝরণা।

বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু । অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
“কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,

১২ । পৌলস্তেয়—পুলস্তনন্দন রাবণ । ১৪ । সর্ব্বভুক্ সম—অগ্নিতুল্য ।
১৫ । দুর্ব্বার—যাহাকে দুঃখে নিবারণ করা যায় । ১৯ । বিলাপে—বিলাপ করে ।
২১ । কর্ব্বুরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ।
২৩ । উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ প্রকাশিয়া, চাহিয়া ।

অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার। আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

১। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার নিমিত্তেই লক্ষ্মণের এতাদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

২২। সরস—সরস করিয়া থাক। ২৩। এ প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ পুষ্পে।

২৪। বিতর—বিতরণ অর্থাৎ দান কর।

এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ;
উচ্ছাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে ! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?"
"কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী ; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে !
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র ; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে !
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে !"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে

৪। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। ৬। শৈলসুতা—গিরিবালা।
৭। উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড়দেশে অর্থাৎ কোলে.
৮। ধূর্জ্জটি—মহাদেব। সঘনে—ক্রমাগত, নিরন্তর, ঘন ঘন।
১৪। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে। ২৬। কৃতান্তনগরে—যমপুরে।

মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী

২। প্রেতদেশ—মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, অর্থাৎ যমালয়।
৭। তমোময়—অন্ধকারময়। ২৬। খমুখে—আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে
২৭। সিন্ধুনীরে—সমুদ্রজলে তরী—নৌকা।

লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উত্তরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উত্তরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে

২৫। তনু—শরীর।

সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,

৪। কল্লোল—কল কল শব্দ। ৭। পরিখা—গড়খাই।

৯। পয়ঃ—দুগ্ধ। ১৩। পাবকরাশি—অগ্নিরাশি।

১৫। পিনাকী—মহাদেব। পিনাক—শিবধনুঃ। ইষু—বাণ।

২৬। কামরূপী—স্বেচ্ছারূপী, অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে।

সীতানাথ ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা !
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি ? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে !" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে !"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে

১০। পীড়য়ে—পীড়া দেয়। পুলিনে—তীরে

রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি !
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !"
  অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে।
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,

৩। আগ্নেয়—অগ্নিময়। ৪। তোরণ—গেট। ৬। স্পৃহা—ইচ্ছা, লোভ।
১১। শ্লেষ্মা—কফ। ১৩। বিশাল-উদর—লম্বোদর। ১৪। অজীর্ণ—অপাক।
১৪—১৬। অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির ভোজন-লালসা অধিক হয়, সুতরাং সে উপাদেয় সামগ্রীর ভক্ষণস্পৃহায় পূর্ব্বভক্ষিত অপাক দ্রব্যজাত উদ্গিরণপূর্ব্বক উদর শূন্য করে।
১৬—১৯। প্রমত্তত্ব—প্রমত্ততা। নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, জ্ঞানহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রমত্ততার স্বাভাবিক লক্ষণ। ২৩। যক্ষ্মা—যক্ষ্মাকাস।

কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া ! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি ! কভু, ধিক্ ! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে !
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে !
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে

২। বিসূচিকা—ওলাওঠা, উদর-পীড়া।

৪। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে। অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে সর্ব্বশরীরের শোণিত জলরূপে পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। আর পিপাসা আকর্ষণী প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। ৫। অঙ্গগ্রহ—আকর্ষণী, ধনুষ্টঙ্কার, খেঁচারোগ। ২৩। প্রবাহিণী—নদী।

(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে ! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে !
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে !
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু তুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর ! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে ! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে !
দক্ষিণ দুয়ার এই ! চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে ! চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !
    কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে

১। খর—তীক্ষ্ণ। ২। সূতবেশে—সারথিবেশে।
৫। নিধনসাধনে—নাশসম্পাদনে অর্থাৎ মারণে।
১৫। জীবে—জীবিত থাকে। ১৯। দাবদগ্ধ—দাবানলদগ্ধ।
২৪। দুর্গন্ধময়—দুর্গন্ধপূর্ণ। সমীর—সমীরণ, পবন, বায়ু।

মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ । কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ । শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী !
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,

৯। দারা—স্ত্রী। ১৫। শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশবাণী অর্থাৎ দৈববাণী
১৯। সুবিধি—সুনিয়ম। বিধির—বিধাতার। বিধি—নিয়ম।
২২। কৃমি—কীট, পোকা। ২৪। পূরে—পূর্ণ করে।

তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যগুপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল চাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া,-
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?

১৫। আত্মহা—আত্মঘাতী।

১৬। চিরবন্দী—চিরবন্দী-স্বরূপ। আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের উক্ত কূপনামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনই সম্ভাবনা নাই।

২১। কলুষকুহকে—পাপকুহকে। ২৫। অবহেলে—অবহেলা করে।

কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !"

১। রণে—রণ করে।

৩। আবরেন—আবরণ করেন, ঢাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন।

৬। কান্তার—দুর্গম পথ।

১০—১১। রোগীহাস্যের সহিত কিরণাবলীর উপমা দিবার মর্ম্ম এই যে, যেমন পীড়িত ব্যক্তির হাস্যে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেজঃ নাই।

১৭। তোষ—তুষ্ট কর।

২০। রসনাজনিত ধ্বনি—রসনোচ্চারিত শব্দ, অর্থাৎ মানববাক্য।

২২। বরাঙ্গ—শ্রেষ্ঠাঙ্গ, অর্থাৎ সুন্দর।

উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে ।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি !" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম !" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড় ! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,

৫। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

১৩। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ। ১৭। খর—খরনামক রাক্ষস।

২০। অহি—সর্প। নকুল—নেউল। খর দূষণের বিষদন্তহীন সর্পের সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্পের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ খর দূষণ রামের নিকট পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশূন্য হইয়াছে।

নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে !" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস ! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
সিহরি ! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে ! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে !" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে ;
কি ফল ফলিল পরে !" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর ; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে !
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?

২১। কুড়িছে—উপড়াইতেছে, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিতেছে।

২২। অঞ্জন—কাজল। ২৫। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম।

২৬। গরিমার—গৌরবের। কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বন্ধনাদির দ্বারা কামিগণের মনোহরণাদিপূর্ব্বক নানা সুখভোগ বর্ণনানন্তর "গরিমার পুরস্কার" ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য

চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; ঢুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা। এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে

এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দ্বারা যে স্বর্গতুল্য সুখভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে সুখভোগ নরকভোগরূপে পরিণত হইল।

৪। রক্তাক্ত—রক্তমিশ্রিত।

২৪। কম্বু—শঙ্খ। কবিরা সচরাচর শঙ্খের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়ের তুলনা দিয়া থাকেন।

গ্রীবাদেশ ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর ! সুক্ষীণ কটি ; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব !
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ?

১-৪। সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি—স্তনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না করিয়া বরং তাহার রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামানল উদ্দীপ্ত করে।

৪-৮। এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তদ্দ্বারা উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরং তন্মধ্য দিয়া আপন কান্তিসকল এমন প্রকাশ করিতেছে যে, যেমন বস্ত্রহীনা অপ্সরীদলের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়।

১৬। কিম্বা হে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্মথের তুল্য সুন্দর।

২০-২৩। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল দুর্ব্বৃত্তা নারীগণের কামরিপু প্রবল হওয়াতে তাহাদের শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের কণ্ঠস্থিত কুসুমমালার রজঃ অর্থাৎ কুসুমধূলি উড়াইয়া ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা কামে বিবশা হইল। পুরুষদলও তাহাদের হাব ভাব লাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে,—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।

১-৪। বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ বিহঙ্গীর সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল।

২২-২৬। মরু-ভূমে মরীচিকা কেবল তৃষার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু তৃষার নিবারণে সে শক্তিহীনা। মাকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ম, এ সুরূপা জীবন ও মৃত্যু

এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,

পুরুষদল বিধাতার দণ্ডবিধানানুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষম, তন্নিমিত্তই উপরি উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অনুরাগ জন্মে, সে অনুরাগ বৃথা হইয়া মহাক্রোধরূপ ধারণ করে।

১-৭। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশূন্য নহে, প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা অশ্লীল বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে। কবি এ কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই এতদপেক্ষা সুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না। এই নীতিগর্ভ উপদেশবাক্যটি বোধ হয়, সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। (যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী) এই বর্ণনাটি নূতন সঙ্কলিত।

১২। কিশোর—বালক। ২২। সুসরসী—সুসরোবর।

বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ

১। বাসন্ত সমীর—বসন্তানিল। ৫। উৎস—ফুয়ারা।

৭। প্রদানেন—প্রদান করেন।

৮। চর্ব্ব্য—যে বস্তু চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। চোষ্য—যে বস্তু চুষিয়া খাইতে হয়। লেহ্য—যে বস্তু চাটিয়া খাইতে হয়। পেয়—যে বস্তু পান করিতে হয়।

৯। কামধুক্—স্বর্গ। কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ। ধুক্—দোহনকর্ত্তা। অর্থাৎ যেখানে মনোরথ পূর্ণ করেন। ১৬। বন্ধ্য—ফলশূন্য, বাঁজা। ১৮। তুষার—হিম, বরফ।

১৯। দ্রবি—দ্রব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া। ২৪। তড়াগ—সরোবর।

অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে !
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি ।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি ! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট ! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত ! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে !
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী ।
  নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে ।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি ! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম ! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত ।

৩। কেলি—ক্রীড়া, খেলা। ৪। ভেক—বেঙ।
৫। মহোরগবৃন্দ—মহাসর্পসমূহ। অশেষশরীরী—দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট।
৬। শেষ—শেষনামক সর্প। অনন্ত নাগ। ২২। স্বর্ণসৌধ—সুবর্ণ অট্টালিকা।
২৩। কনক-প্রসূন-পূর্ণ—স্বর্ণকুসুম-পরিপূর্ণ। সরসী—সরোবর।

অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা

৯। রঙ্গভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র। ১৫। পতাকাচয়—পতাকাসমূহ।
১৮। বীরকুলসংকীর্ত্তন—বীরকুলের যশোগান।

চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে ?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এ দিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;

৪। ত্রিপুরারি-অরি—শিবশত্রু।

৯-১০। প্রথম নরান্তক—একজন রাক্ষসের নাম। দ্বিতীয় নরান্তক—নরকুলের অন্তকারী, অর্থাৎ যম। ১১। অন্ত্যেষ্টি—ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি।

কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।” সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, “চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।”
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, “কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?” “খনির গর্ভে” উত্তরিলা বালি,
“জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?”
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি

৪। বিমল রয়ে—নির্ম্মল বেগে।
১০। বিহারেন—বিহার করেন।
২২। পীযূষসলিলা—অমৃতজলা।
২৬। আসনাসীন—আসনোপবিষ্ট।

উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে !
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি ! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা

১। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া।
২৩। রিপুদমি—শত্রুদমনকারি। ২৪। রম্য দেশ—মনোহর স্থান।
২৭। কেলিছে—কেলি করিতেছে। মধুকালে—বসন্তকালে।

গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে !
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি !
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে !
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি !
হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।

১৩। কপর্দ্দী—শিব। কল—মধুরাস্ফুট শব্দ। ১৬। সরঃ—সরোবর।
১৮। বিনতানন্দনাত্মজ—গরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু।
২৪। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী। ২৫। নিদান—আদিকারণ, মূল।

অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতির পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল সুমতি !
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে ।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ-কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে !

২ । অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া । ১৪ । বন্দ—বন্দনা কর ।
২৫ । শত্রুঘ্ন—শত্রুনাশক ।

নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে ; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লোহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।

১৩। অন্তরীক্ষে—আকাশে। ১৮। দেবারাধ্য—দেবতাদিগের আরাধনীয়
১৯। প্রসরি—বিস্তার করিয়া, অর্থাৎ বাড়াইয়া।

নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।” বিলাপিলা বলী
দশরথ ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
   কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, “অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি ! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ !” কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—“জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।

২। আয়াস—ক্লেশ, দুঃখ।

আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনু, আশুগতিগতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব !
পুড় ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা !
নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি

৩। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র। আশুগতিগতি—পবনগতি, অর্থাৎ পবনের ন্যায় দ্রুতগামী।
৪। প্রের—প্রেরণ কর, পাঠাও।

প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
  প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুই বার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।

১। প্রভাতিল—প্রভাত হইল। বিভাবরী—রাত্রি।
৭। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া। ৮। সচিবশ্রেষ্ঠ—মন্ত্রিপ্রধান। বুধ—পণ্ডিত
১৮। কর পুটি—করযোড় করিয়া।
২১। দেবাত্মা—দেবতা যাহার আত্মা, অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী।

হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !

১। হিমান্তে—শীতাবসানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মে। ভুজঙ্গ—সর্প।

৪। করিযূথ—হস্তী। যূথ—হস্ত্যাদির দল।

৭। অমর—যাহাদিগের মৃত্যু নাই, অর্থাৎ দেবতাদি। মর—যাহাদিগের মৃত্যু আছে অর্থাৎ মনুষ্যাদি। ১১। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। কুরঙ্গ—মৃগ।

১৪। কর্ব্বুর-গৌরব-রবি—রাক্ষসকুলের গৌরবস্বরূপ সূর্য্য।

১৫। শূলীশম্ভুসম—শূলধারীমহাদেবসদৃশ।

১৬। কুমার—পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ। বাসবজয়ী—ইন্দ্রের জেতা।

১৭। শক্তিধর—কার্ত্তিকের। ২৩। পরিহরি—পরিহার, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া।

পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী!
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গীদল সহ;—

১। সৎক্রিয়া—সৎকার, অর্থাৎ দাহাদি।
৩। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন।
৫। বীরযোনি—বীরপ্রসবিনী, অর্থাৎ যেখানে অনেক বীর আছে।
১৫। পয়োনিধি—সমুদ্র। ২৪। বার্ত্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে, অর্থাৎ দূত।

কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
  আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"
  প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি! বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;—
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'"
  উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে

২৯। প্রহারে—প্রহার করে।

ধার্ম্মিক।" এতেক কহি নীরবিলা বলী।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?"
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে

১৪। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ, গরুড়। ১৮। আসারে—বারিধারায়
২৮। হাহাকারে—হাহাকার করে

এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দুর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্বণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
  কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষ, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
  উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি

১০। প্রবোধ—সান্ত্বনা। ১৫। রোধিল—রোধ, অর্থাৎ আটক করিল
২৮। সুবচনী—দেবীবিশেষ। সরমাপক্ষে সুসংবাদদায়িনী।

মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে !
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায় ! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র ! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা !—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?"
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!" "দোষ তব," সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
 খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;

১৫। স্বর্ণব্রততী—স্বর্ণলতা। ১৬। রসাল—আম্রবৃক্ষ।
২১। রাঘববাঞ্ছা—রাঘবের বাঞ্ছাস্বরূপ। ২৬। পতাকিকুল—পতাকাধারীর দল।

বাজীরাজী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ কণে !
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি ! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে !
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা ! দুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ।
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে

২। কণে—শব্দে। ৭। অসিকোষ—খাপ। সারসন—কোমরবন্ধ।
১১। কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে।
১৫। উচ্ছ্বাসিছে—উচ্ছ্বাস, অর্থাৎ নিশ্বাস ছাড়িতেছে।
২৩। বৃন্ত—বোঁটা। ২৪। বামাব্রজ—স্ত্রীসমূহ।

বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী!
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শংখ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে

৯। পেশল—কোমল। উরস—বক্ষঃস্থল। হানি—আঘাত করিয়া।

১৪। প্রতিমাপঞ্জর—দুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাটাম। দ্বিতীয় প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি। ১৫। বিসর্জ্জন—জলাশয়ে ক্ষেপণ, অর্থাৎ ভাসান।

১৮। ফলক—ঢাল। ১৯। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ। ২১। গীতী—গায়ক।

২৪। জলবহ—যে জল বহন করে, অর্থাৎ ভারী, ভিস্তি।

পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
 সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে. কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ

২। শিবিকা—পালকিবিশেষ, অর্থাৎ চৌপালা।
৮। চামরিণী—চামরধারিণী, অর্থাৎ যাহারা চামর ঢুলায়।
১১। ভাতিত—ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি পাইত।
২৩। উচ্চারয়ে—উচ্চারণ করে। ২৪। হবির্ব্বহ—অগ্নি। হোত্রী—হোমকর্ত্তা।

স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শংখ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !
  বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !
  কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে ! সাবধানে যাও, হে সুরথি !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে !
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার ! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি,

১। পূত—পবিত্র। ২। গাঙ্গেয়—গঙ্গাসম্বন্ধী।
৯। বিশদবস্ত্র—শুভ্র পরিধেয় বস্ত্র। ২৫। পরাপর—আপন পর।

পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !”
  দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
  উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।

২। [হে] শিষ্টাচার—হে ভদ্র। ৭। স্কন্দ—কার্ত্তিকের।
৮। সেনানী—সেনাপতি। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।
১২। তপনতেজে—সূর্য্যতেজে। ১৫। অম্বরে—আকাশে।
১৬। দিব্য—স্বর্গীয়। ২৬। বিতরিলা—বিতরণ অর্থাৎ দান করিল।

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব; পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে

৪। জীবলীলাস্থলে—জীবনের লীলার স্থানে অর্থাৎ সংসারে।

১৮। আরোহি—আরোহণ করিয়া।

২০। কুসুমদাম—ফুলমালা। কবরী—কেশপাশ। ২২। বেদী—বেদজ্ঞ।

ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে।
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিল
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

৩। শাক্ত—শক্তি-উপাসক। শক্তি—দুর্গা।
৫। অন্তিমে—শেষাবস্থায় অর্থাৎ মরণকালে। ৮। মহাযাত্রা—মরণযাত্রা।
২০। সান্ত্বনিব—সান্ত্বনা করিব। ২৭। দারুণ—কঠিন, নিষ্ঠুর।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
নড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায় !" চরণযুগ ধরিলা জননী ।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতি ।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী

১। শূলী—মহাদেব। ৩। ভুজঙ্গবৃন্দ—সর্পসমূহ। ৪। অনল—অগ্নি।
৫। ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী অর্থাৎ গঙ্গা। ৬। স্রোতস্বতী—নদী।
৮। আতঙ্কে—ভয়ে। ২১। সর্ব্বশুচি—সকলকে যে পবিত্র করে, অর্থাৎ অগ্নি।
২৩। ইরম্মদরূপে—বজ্রাগ্নিরূপে।

দিব্যমূর্ত্তি ! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

২। তনুদেশে—শরীরে।
৫। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। ১২। পাটিকেল—ইট, মঠ—মন্দির।
১৬। বিসর্জ্জি—বিসর্জ্জন করিয়া। প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি।

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাদটীকায় দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ যোজনা করেন; পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে এই টীকা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান সংস্করণের পাদটীকায় হেমচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সর্গ	পংক্তি	
১	১০৮	উজ্জ্বলিত—উজ্জ্বল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৭০	বিলাপী—বিলাপকারী।
	২১০	রজঃ—রজত (মধুসূদনের প্রয়োগ)। এইরূপ প্রয়োগ এই কাব্যে বারম্বার করা হইয়াছে।
	২৩২	লুলি—লোল করিয়া, লক্‌ লক্‌ করিয়া।
	২৩৮	প্রসরণে—বেষ্টনে।
	২৫২	নিষাদী—গজারোহী; সাদী—অশ্বারোহী।
	২৭১	বীরকুলসাদ—বীরকুলসাধ।
	৩৩১	পদ্মবর্ণ—পদ্মের পাপড়ি; হেমচন্দ্র "পদ্মপত্র" লিখিয়াছেন।
	৪০২	প্রহারকে—প্রহারকারীকে।
	৪৪০	হ্রেষিল—হ্রেষিল; মধুসূদন প্রায় সর্ব্বত্র "হ্রেষা" স্থলে "হেষা" ব্যবহার করিয়াছেন।
	৪৪৭	বারুণী—"বরুণানী"র পরিবর্ত্তে মধুসূদনের প্রয়োগ; ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
	৬৫০	দক্ষ-বালা-দলে—তারাদলে।
	৬৬৫	মহাশোকী—অতিশয় শোকার্ত্ত।
	৬৯৯	তরু-কুলেশ্বরে—আম্রবৃক্ষে।
	৭৭৯	আকাশ-দুহিতা—আকাশ-সম্ভূতা।
২	২	কুমুদী—কুমুদিনী।
	১৪	শশিপ্রিয়া—রাত্রি।
	৬৫	শঙ্কটে—সঙ্কটে।
	১১৩	রুচি—শোভা।
	১২৪	বাসরে—বাসগৃহে, শয়ন-গৃহে।
	১৩০	ধড়া—বস্ত্র, তুলনীয় "ধড়াচুড়া"।
	১৪৪	দম্ভোলি-নিক্ষেপী—বজ্রনিক্ষেপকারী, ইন্দ্র।
	১৫৬	বিশ্বধর শেষ—বিশ্বধারণকারী অনন্ত নাগ।

সর্গ	পংক্তি	
২	১৮২	অমূল—অমূল্য।
	১৮৭	লোভে—লোভ করে।
	১৯৪	কুঞ্জবন-সখী—কুঞ্জবনের সখী অর্থাৎ কুঞ্জবননিবাসিনী।
	২০১	শশাঙ্কধারিণি—(সম্বোধনে) ললাটে শশাঙ্ক বা চন্দ্রকলা থাকে বলিয়া দুর্গা শশাঙ্কধারিণী।
	২৩৩	খড়ি পাতি—খড়ি দিয়া লিখিয়া, অঙ্ক কষিয়া।
	২৩৬	বারি-সংঘটিত ঘটে—বারিপূর্ণ ঘটে।
	২৯৫	রসানে—স্বর্ণোজ্জ্বলকারী প্রস্তরে বা রসায়ন-বিশেষে।
	৩৬৬	শক্র—ইন্দ্র।
	৩৭৩	ভৃগুমান্—উচ্চ সানুদেশবিশিষ্ট।
	৩৮০	তপসী—তপস্বী।
	৪১৫	শিলীমুখবৃন্দ—ভ্রমরকুল।
	৪২০	কুসুমেষু—মদন।
	৪৬৪	কিরে—দিব্য, শপথ।
	৪৯৪	বল্লভ—প্রিয়, এখানে পুত্র।
	৫৫৬	লক্ষী—লক্ষপ্রদানকারী।
	১৬	মধুর—বসন্তের।
	৬১	অবচয়ি—আহরণ করিয়া।
	৯৫	বোলী—বোল, শব্দ।
	২১১	মুণ্ডমালী—মুণ্ডমালিনী।
	৩১৪	ভর্ত্রিণী—ভর্ত্রী।
	৩৭৫	বামা-কুল-দলে—বামাদলে।
	৪৪৩	নিস্তারিলে—"নিস্তারিল" সঙ্গত।
	৪৯১	বিভুপাক্ষ—"বিরূপাক্ষ" সঙ্গত।
	২৩	রত্নহারা—রত্নময় হার যাহার।
	২৫	নায়কী—নায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৬৫	কাদম্বা—কলহংসী।
	২০৫	পঞ্চতন্ত্র—বিবিধ শাস্ত্র।
	৩০৯	নিমিষে—নিমেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	৪২৩	অস্ত্রী-দল-অপবাদ—অস্ত্রধারীদের কলঙ্ক অর্থাৎ রাবণ।
	৫৩০	ভৈরবে—ভয়ঙ্কর কোলাহলে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

সর্গ পংক্তি

৪ ৬৩৪ লাঘব গরব—লঘুগর্ব্ব, হীনগর্ব্ব।

৬৬০ কৌমুদিনী-ধনে—জ্যোৎস্নাকে।

৬৭২ মহার্হ—মহামূল্য।

৫০ পার্ব্বণে—উৎসবে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৬১ আদিতেয়—ইন্দ্র।

৮০ নমুচিসূদন—নমুচির বধকর্ত্তা, ইন্দ্র।

২৩২ ধাই—ধাইয়া।

২৪০ ক্ষণ-প্রভা—ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি।

২৬৪ অলঙ্কারে—অলঙ্কারদ্বারা শোভিত করে।

২৮৯ উরজ—উরোজ, স্তন (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩১০ সদ্যোজীবী—ক্ষণস্থায়ী।

৩৫২ নিকষে—নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর ; মধুসূদন অসির আবরণ বা খাপ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩৬৭ সরস্বতী—দৈববাণী।

৪০৪ শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে—"শিশির-অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে" সঙ্গত ; শিশিররূপ অমৃতের ভোগ ফুলদলকে ছাড়িয়া। শীতল অমৃতময় (মধুপূর্ণ) ফুলদলকে ত্যাগ করিয়া, এরূপ অর্থও হইতে পারে।

৫০০ বিদাইব—বিদায় দিব।

৫১৮ রাক্ষস-দলে—রাক্ষসদলের সঙ্গে।

৫৪০ কুসুম-বিবৃত—কুসুম-আবৃত।

৫৯৬ পর্শে—স্পর্শে।

১৩২ অবরোধে—অন্তঃপুরে।

১৪৬ বাহুবলেন্দ্র—বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৪৯-৫০ "ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ;" স্থলে
"ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম ;
অগ্নিরাশি নল, নীল ;" হওয়া সঙ্গত।

১৫৮-৫৯ আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী—আকাশবাণী।

১৭৩ অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

১৯৭ শৃঙ্গকুলনাদে—শিঙার আওয়াজে।

সর্গ	পংক্তি	
৬	২২০	দিবিন্দ্র—স্বর্গরাজ ইন্দ্র।
	৩৭০	প্রমদে—প্রমত্তভাবে।
	৪৩৫	হীনগতি—মন্দগতি।
	৪৬৩	বিদাও—বিদায় দাও।
	৫৬০	প্রগল্‌ভে—নির্লজ্জভাবে।
	৫৮৭	পরঃ পরঃ—"পর পর" সঙ্গত
	৬৩৪	বামেতর—দক্ষিণ।
	৬৯১	উগ্রচণ্ডা—ভয়ঙ্কর।
	৬৯৫	শোকা—শোকার্ত্ত।
৭	১৭	বেদনিল—বেদনাগ্রস্ত করিল।
	৪৮	কাল—ভীষণ।
	১২৭	চেতনিলা—চেতনাসম্পাদন করিল।
	১৪০	পুত্রহানী—পুত্রহন্ত্রী (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৭৫	পতাকীদল—পতাকাধারীরা।
	২০২	পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ—"পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ" সঙ্গত।
	২৪৪	দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণাপথের অধিবাসী।
	৩১৭	এ বিরহে—দিক্‌পালগণের বিরহে।
	৩৪১	প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে।
	৩৫৮	পাতালে নাগ, নর নরলোকে— "পাতালে নাগ ; নর নরলোকে" সঙ্গত।
	৪৪২	চতুঃস্কন্ধরূপী—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক, এই চতুরঙ্গে বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া।
	৬৮৭	পরদারালোভে—"পরদারলোভে" সঙ্গত।
	২৩৩	জ্ঞানহর—জ্ঞাননাশক।
	২৭৭	আত্মকুল—প্রেতাত্মাকুল।
	৩১৬	বিচারী—বিচারক।
	৩৭৯	খর—ভীষণ।
	৪০৫	হীরামুক্তা ফলে—"হীরামুক্তা-ফলে" সঙ্গত।
	৪৪২	(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু—"(সূক্ষ্ম অতি), গুরু উরু" সঙ্গত।
	৪৯০	অনির্ব্বেয়—যাহাকে নির্ব্বাপিত করা যায় না।
	১৪২	খরসান—তীক্ষ্ণ-শান-দেওয়া।
	২৪০	গায়কী—গায়িকা।
	২৮৮	কঞ্চুক—গাত্রাবরণ।
	৩০৫	অধিকারী—অধিকারযুক্ত, কর্ম্মচারী।